পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭) সাফল্যচিত্র:

এদেশের মানুষের জীবন আর জীবিকার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে নদী। কৃষিপ্রধান ও নদীমাতৃক এ দেশে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।দেশের পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন আর বাংলাদেশে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ৫টি সংস্থা ছাড়াও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক ২টি পাবলিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়টি এ কাজ বাস্তবায়ন করছে। পানি সম্পদ সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন এ মন্ত্রণালয়ের রেগুলেটরী কাজগুলোর অন্যতম। এ মন্ত্রণালয় নদী এবং নদী অববাহিকায় উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্য পূর্বাভাস, সেচ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদী-ভাঙ্গনরোধ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্সে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরাসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে কৃষি জমি ক্রমশঃ হ্রাস পেলেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে আজ এক ফসলী কৃষি জমি তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়ে দেশের খাদ্য-শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিশাল ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে, সেখানে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৪৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। একটি সুষম ট্রেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, রূপকল্প-৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, এসডিজির বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে আসছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বন্যার আগাম পূর্বাভাস প্রদান করে আসছে ।

উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নঃ

বর্তমান সরকারের শাসনামলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের ধারায় বহুগুণে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বিগত সাড়ে আট বছরে পানি সম্পদ খাতে সরকার প্রায় ১৭,৫০০ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করায় ১১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। আরো ২১ টি প্রকল্প জুন, ২০১৮ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। জলবায়ু

...নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ১৩৮টি প্রকল্প গ্রহণ করে ৫৫টির বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত এ সকল প্রকল্পের কাঙ্খিত মাত্রার সুফল ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার উত্তরোত্তর অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ৫০টি প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ৫১টি প্রকল্পের বিপরীতে ২৭টির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আরো ১১টি প্রতিশ্রুত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিগত সাড়ে আট বছরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত অবকাঠামোসমূহের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

ক) নদী তীর সংরক্ষণ	ঃ	৫৩৩	কিলোমিটার
খ) বাঁধ নির্মাণ	ঃ	৯০২	কিলোমিটার
গ) বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ/উন্নীতকরণ	ঃ	২৫৯৪	কিলোমিটার
ঘ) হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	ঃ	৯৪৮	টি
ঙ) সেচ খাল খনন	ঃ	১৭৫	কিলোমিটার
চ) নিষ্কাশন খাল খনন	ঃ	৪৭৮	কিলোমিটার
ছ) নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন	ঃ	৮৯৬	কিলোমিটার
জ) ক্লোজার নির্মাণ	ঃ	৯৮	টি
ঝ) ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ	ঃ	৪৭	টি
ঞ) রাস্তা নির্মাণ	ঃ	৩২	কিলোমিটার
ট) ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ড্রেজার ক্রয়	ঃ	৭	টি
ঠ) সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ	ঃ	১.৮৫	লক্ষ হেক্টর
ড) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ	ঃ	৩.৮৩	লক্ষ হেক্টর

প্রকল্প/ কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের শাসনামলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত নিম্নরূপ ১১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়। অর্থ-বছর ওয়ারী সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	২	৩	৪	৫	৬
২০০৮-০৯ অর্থ-বছর					
১	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ফুলছড়ি থানা হেডকোয়ার্টার ও কামারজানি বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	৪৭৯৪.২৬	৪৪৯৭.৫২	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২	রাজশাহী জেলার গোদাবাড়ী উপজেলায় রাজবাড়ী হইতে বালিয়াঘাটা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১৭৭৫৫.০০	৯৪৬৩.১৮	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৩	ফরিদপুর জেলা সদর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হইতে ফরিদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০০৪ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১২১৯৯.১৬	১১৭৮৩.৬৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৪	বঙ্গোপসাগর হইতে ভূমি উদ্ধারের সম্ভাব্যতা যাচাই পাইলট প্রোগ্রামিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োলজিক্যাল ইন্টারভেশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১৮১.৩১	১৬৭.৯১	সমীক্ষা
৫	বাগেরহাট জেলার সদর ও কচুয়া উপজেলার বেমর্তা প্রকল্প (নভেম্বর, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১০০০.৬২	৭৭৩.২৬	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
৬	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্পের নিষ্কাশন উন্নয়নের কাজ (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১২২৯.৩৮	১২২৬.৮৬	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	২	৩	৪	৫	৬
৭	সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার কদুপুর-বসন্তপুর, মানিককোনা, ভেলাকোনা ও মনিপুর এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প। (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১০৯৯.৫৫	৮৬৮.৭৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮	সিলেট সদর উপজেলাধীন গোয়ালীছড়া, কাজির বাজার ছড়া, জাংগালিয়া ঝুগিরগাঁও এবং মাহতাবপুর প্রতিরক্ষা প্রকল্প। (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	৩৩৬.৭৮	২৪৬.০৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৯	বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন ভান্ডারবাড়ী ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প। (জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০০৯)	জিওবি	২২৯৮.০০	২০২৮.৫৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ বেতিল ও এনায়েতপুর বাজার এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০০০ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	৩১৩৯.০০	৩০৫৩.১৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১১	গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ণ সমুন্নত রাখার জন্য জিকে সেচ প্রকল্পের পাম্পের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০১ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	১৯৫২৫.৩১	১৭৯৫৪.২২	সেচ
১২	ভোলা জেলাধীন লালমোহন উপজেলার অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প। (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৯)	জিওবি	২৩০৯.১১	২১৫৬.৩৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২০০৯-১০ অর্থ-বছর					
১৩	গাইবান্ধা জেলার বাগুরিয়া, সৈয়দপুর, কঞ্চিপাড়া ও বালাসীঘাট রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	৫০০০.০০	৪৫১৯.৩৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১৪	সাতক্ষীরা জেলাধীন উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্পের পোল্ডার নং ১ ও ২ এর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	১৫৫০.০০	১৫২৩.৬৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
১৫	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	২৪৫৩.০৫	২২৮০.৮৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১৬	মেঘনা-তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে দৌলতখাঁন শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	১৫৭৪.০০	১৪৪২.৪২	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১৭	খুলনা জেলাধীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিএনএস তিতুমীর নৌঘাটি ভৈরব নদীর ভাংগন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	১৪২৯.০০	১৪২৭.৭৯	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১৮	চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় কোষ্টগার্ড ষ্টেশন সাংগু নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	৯৭৫.১২	৯৭২.৬১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১৯	নাটোর জেলায় লালপুর উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	২৩৬৮.২৪	১৮৯৩.৯৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২০	মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলাধীন পাঁচগাঁও হাসাইল-বানারী ও দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	৮০৩২.৫০	৭৭৯৬.২৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২১	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীর হাট হইতে চীলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাংগন রোধ প্রকল্প (ফেজ-১) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	৯৩৬৮.০০	৯২৬৫.৯৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২২	চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-৩) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	২৪৬৮.০০	২৪০০.৯০	নদী তীর প্রতিরক্ষা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	২	৩	৪	৫	৬
২৩	দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০)	জিওবি	২৯৮৪৮.০০	১৮১৭.৯৮	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
২৪	বকাই গৌরনদী আগৈলঝড়া চৌদ্দমাদার বিল প্রকল্পের অসমাপ্ত বাঁধ ও খাল খনন কাজ সমাপ্তকরণ (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	৭৭১.০০	৭২৮.১৫	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
২৫	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	৪৪৮০.৪২	৪২৯৬.০৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২৬	মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০)	জিওবি	২০১১.০০	১৭১৬.২০	সেচ
২০১০-১১ অর্থ-বছর					
২৭	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	৩৪২২.৯৭	৩৩৪৭.৫০	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
২৮	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১১)	বৈদেশিক সাহায্য (GoN) ও জিওবি	৯০২১.৮১	৮৬৬৮.৬৬	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
২৯	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	২২৫৫.০০	২২০৯.৯৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৩০	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	২৫৪৭১.০০	২০৫৭৬.৪০	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৩১	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	২০১৪.৫০	১৫৭৭.৪৮	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৩২	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (জানুয়ারি, ২০০৮ হতে মার্চ, ২০১১)	বৈদেশিক সাহায্য (GoN, JICA, ADB, CIDA) ও জিওবি	৩২৬৬৯.০০	৩১১৫২.২১	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৩৩	নারদ নদী, মুসা খান নদী (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	১৩৩৩.৬৬	১০৬৪.২০	নিষ্কাশন
৩৪	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (আগস্ট, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	১৮৬.৪২	১৭১.৯৫	সমীক্ষা
৩৫	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	১৬৪.০০	১৩৬.৪০	সমীক্ষা
৩৬	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	১০৯৯৭.৫০	১৪৬৯.২৩	সেচ
৩৭	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	২০৭৭৯.৯০	১৫৫৯.৭৩	সেচ
৩৮	এ্যস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (মার্চ, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	বৈদেশিক সাহায্য (GoN) ও জিওবি	৭৩৫৩.২২	২৭৫৬.৬০	সমীক্ষা
৩৯	ডেভেলপিং ইনোভেটিভ এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিষ্টেম (এপ্রিল,২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১১)	বৈদেশিক সাহায্য (ADB) ও জিওবি	৬০৭.০০	৫০৭.৩০	সমীক্ষা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	১	৩	৪	৫	৬
৪০	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১১)	বৈদেশিক সাহায্য (ADB) ও জিওবি	৪৩৩৫৩.০০	৪২৬৮৫.২০	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৪১	উপকুলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোল্ডার) (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১১)	জিওবি	৭১২৭.০০	৬৭১৩.৭৫	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৪২	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১১)	বৈদেশিক সাহায্য (GoN) ও জিওবি	১১৩৮০.৩৪	১০৬৬৩.৫৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
২০১১-১২ অর্থ-বছর					
৪৩	খালিয়াঝুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	৪১৬০.৭৮	৩৯০৮.৯৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
৪৪	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	৩২৮৪.০০	৩২৫১.৬৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৪৫	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	১৫৩২৪.১৮	১৩১৭৮.৫৪	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৪৬	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	২৬৬৩.০০	২৫৬০.৪০	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৪৭	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	৪৭৭৬.০০	৪৭৭৩.১১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৪৮	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	৩৭৪৫.৯৭	৩৫৭০.৮১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৪৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	১৫৪.০০	১০৫.৮৪	সমীক্ষা
৫০	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল,২০১০ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	৩৬০৬.০০	৩২৯০.৪২	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৫১	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	১৫৫.৯৫	১৪০.১৩	সমীক্ষা
৫২	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুর্নবাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	৭১৪৫.১২	৬৪৫৩.৭৭	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৫৩	মুহরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	১৩৯২৯.৩৯	১৩৭৪৯.৪৮	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৫৪	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	২১২১.০১	১৮২১.৫৯	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৫৫	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (আগস্ট, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	জিওবি	২২৮৫.৬৩	১৫৫১.২৫	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
২০১২-১৩ অর্থ-বছর					
৫৬	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১৩)	বৈদেশিক সাহায্য (ADB, OPEC) ও জিওবি	৫১৭৭৩.১১	৫১৩৮৭.২৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	২	৩	৪	৫	৬
৫৭	তিস্তা ব্যারেজ হতে চিলমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	জিওবি	১৫০৬১.৪৫	১২৮৭৩.৮৬	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৫৮	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণীল সলিমপুর কোলাবাশুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	জিওবি	১৮৮১.৮৯	১৮৮১.৬৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
৫৯	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	জিওবি	২৩৯২.২১	২২৩২.৩৩	নদী তীর প্রতিরক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
৬০	মাতামুহরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩)	জিওবি	৬২২০.৪৮	৬২১৭.৫৪	সেচ
২০১৩-১৪ অর্থ-বছর					
৬১	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪)	জিওবি	১৭৬৫৪.২১	১৬১৪৭.১৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৬২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশিপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প, নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	জিওবি	৯৮৩৫.০৫	৮২৬১.৪৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৬৩	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	জিওবি	৩৫১৮.৮৩	৩৫১৩.৬২	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৬৪	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	বৈদেশিক সাহায্য (SFD) ও জিওবি	১৪৬৪.৫০	১২৪৬.৩০	সেচ
৬৫	"Environmental Impact Assessment (EIA)" study of different BWDB projects to be Implemented under CCTF (অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	জিওবি	১৯৯.১৬	১৯৮.৪৬	সমীক্ষা
৬৬	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	বৈদেশিক সাহায্য (ADB) ও জিওবি	১৫৬৯.৬৯	১৪৮২.৯০	সমীক্ষা
৬৭	Irrigation Management Improvement Investment Program (IMIIP) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	বৈদেশিক সাহায্য (ADB) ও জিওবি	৬৯৮.১৬	৬৫৯.৬৫	সমীক্ষা
২০১৪-১৫ অর্থ-বছর					
৬৮	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৫)	বৈদেশিক সাহায্য (ADB,GoN) ও জিওবি	২৯৪২৫.৫৩	২৮৭১০.৭৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৬৯	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৪৭২৮.০০	৪৪৮৪.২৫	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	২	৩	৪	৫	৬
৭০	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (আগস্ট, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	২৫৫৪.৯১	১৯৫৩.৮৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৭১	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৫৯৪৬.৩৭	৫১৩৩.৮৬	নিষ্কাশন
৭২	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৩৭৭৫৪.৬১	৩৫৮৯৯.৯৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৭৩	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৬৬২০.৯৩	৬৫৭০.৯১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৭৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	২৪৪৭.০০	১৯৫৭.৮৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৭৫	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৬৭৮০.৫২	৬১৫৯.৯৮	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
৭৬	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৮৮৯০.৭৩	৮৮০৭.৫০	নিষ্কাশন
৭৭	ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট (জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫)	বৈদেশিক সাহায্য (GoN) ও জিওবি	১৫২৯.০২	১৩৯৮.৫২	সমীক্ষা
৭৮	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	১৯১৩৩.৮১	১৬৭৩৩.৭১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৭৯	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	১৮৩৮৮.৭৪	১৬৮৫৮.১২	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮০	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	১৭০৯৫.৪৮	১৬৬০১.০০	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮১	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫)	জিওবি	৬০৫৯.২২	৫৫৪৯.২৬	নদী তীর প্রতিরক্ষা
২০১৫-১৬ অর্থ-বছর					
৮২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (জুলাই, ২০০১ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	১৪৪৫৮.৪৬	১৩৯১০.৬১	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৮৩	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	১৮৬৯১.৮০	১৬৭৬৯.১৩	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮৪	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	১১৭৭০.০০	১১১৩৬.৫৯	নদী তীর প্রতিরক্ষা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	১	৩	৪	৫	৬
৮৫	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	২৩৪৭৪.০৮	২২৫১১.১১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮৬	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	১৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮৭	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	৮০০৮.০০	৭৭৪২.৫৭	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	১০৬২৭.৭৫	১০৫৯০.৭০	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৮৯	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	৬১৮৯.৯৪	৬১৮৯.৯৪	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৯০	যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	নিষ্কাশন
৯১	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (আগস্ট, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫)	জিওবি	১৯৮.০৫	১৩৪.৮৫	সমীক্ষা
৯২	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১৬)	জিওবি	৪৫৫৭.৯৩	৪৫২৭.৬৫	সমীক্ষা
২০১৬-১৭ অর্থ-বছর					
৯৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৪৮৯৪৯.৪০	৪৫৫৯২.৯৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৯৪	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	২৮০৫২.৩৮	২৬৮৯৬.৫৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও লবণাক্ততা নিরসন
৯৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৪৯৭৪.১৮	৪৪৯৪.৮৭	নিষ্কাশন ও সেচ
৯৬	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৭১৭৮.৬১	৫৬৬৪.৬৯	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৯৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	২৪৭৭.৭৩	২২৭০.৫৯	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৯৮	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৫৪৮০.২৭	৫১৬৮.১১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
৯৯	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (মার্চ, ২০১৩	জিওবি	২৫৬৯১.৭৯	২৪৪৬৩.১২	নদী তীর প্রতিরক্ষা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	১	৩	৪	৫	৬
	হতে জুন, ২০১৭)				
১০০	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৮৩৫৫.২৭	৬৭৩৭.১৬	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০১	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৪২০৮১.৭৩	৩৯৯১২.৩২	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ১৭)	জিওবি	২১৯০৬.৬৩	১৮৫৯৮.৪৩	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০৩	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	২২৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.৫০	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০৪	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৩২২০১.২০	৩০৫৯৯.৭৬	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
১০৫	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	১৩৪১০.৮২	১০৪১১.১৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
১০৬	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৭৩৮২.৮৪	৬৩৬৮.১০	নিষ্কাশন ও সেচ
১০৭	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন প্রকল্প (মে, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৮৬৮০.৭৬	৮৪৫০.৫১	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০৮	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	১৩৪২২.৫১	১২৯১৯.৬৮	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১০৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	১৬৮০৪.৫৯	১৬৫৩৩.৯৫	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১১০	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	২১৬৮৭.০৯	১৮৪০২.৩৭	নদী তীর প্রতিরক্ষা
১১১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	২৬৮১১.৫০	২৬৬০১.৪৫	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন
১১২	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (জুলাই, ২০০৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	বৈদেশিক সাহায্য (IDA,GoN) ও জিওবি	৮১৫৯৫.১১	৭৬৮০২.১৫	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
১১৩	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	বৈদেশিক সাহায্য (IDA) ও জিওবি	৬২.০০	২৬.১২	সমীক্ষা
১১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	৬৫৪৯৬.৩১	৬৪৩১৮.৪৫	নিষ্কাশন ও লবণাক্ততা নিরসন

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়ন	ডিপিপি ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের ধরণ
	২	৩	৪	৫	৬
১১৫	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	তীর প্রতিরক্ষা ও ভূমি পুনরুদ্ধার
১১৬	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	জিওবি	১৯৬.০০	১৮৯.৫০	সমীক্ষা

বর্তমান সরকারের শাসন আমলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ-

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ইতোমধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ড্রেজিং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নাধীন রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় দেশের নদ-নদীসমূহে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করে বন্যার প্রকোপ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ২১টি ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রায় ১২৫৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫টি ড্রেজার ও ৫টি এক্সকাভেটর সরবরাহ নেয়া হয়েছে।
- ১০২২.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ২২ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২০ কিঃমিঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করে খননকৃত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ৪টি ক্রসবার নির্মাণের ফলে যমুনা নদীতে ১৬ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে। এই পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে শিল্প পার্ক স্থাপনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীর চতুর্পাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোর প্রশস্থতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করে 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা এলাকায়) লবনাক্ততা হ্রাসে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ ৩০.০০ কিলোমিটার গড়াই নদীর ড্রেজিং জুন, ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চালু রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরতঃ সেচ, পানীয় জল, নৌ-যোগাযোগ, লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে।
- এসকল কর্মসূচীর পাশাপাশি ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলায় ভৈরব নদী, নড়াইল জেলায় চিত্রা নদী, খুলনা জেলায় আঠারোবাকি নদী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় বেমালিয়া ও লংগন নদী, কিশোরগঞ্জ জেলায় কালনী ও ধলেশ্বরী নদী, গোপালগঞ্জ জেলায় কুমার নদ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় চন্দনা ও বারাশিয়া নদী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় তিতাস নদী প্রভৃতি নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে/ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অতিশীঘ্রই ফরিদপুর জেলায় কুমার নদ, যশোর জেলায় ভৈরব নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, খুলনা জেলায় সালতা ও ভদ্রা নদী পুনঃখনন কার্যক্রম আরম্ভ হবে।
- বৃহত্তর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নদী-খালের নাব্যতা রক্ষার জন্য টিআরএম পদ্ধতির মাধ্যমে জোয়ারাধার পরিচালনা করা কারিগরি দিক থেকে আধুনিক, পরিবেশ বান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত। "কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যশোর জেলার ঝিকরগাছা, চৌগাছা, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলা, সাতক্ষীরা জেলার তালা ও কলোরোয়া উপজেলা এবং খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় প্রায় ১.২০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার পাখিমারা বিলের ১৫৫৬ একর জমিতে জুলাই, ২০১৫ সাল হতে টিআরএম কার্যক্রম পরিচালনার ফলে টিআরএম এর ভাটিতে কপোতাক্ষ নদের নাব্যতা বেড়ে গেছে, শুষ্ক মৌসুমে কপোতাক্ষ নদ বাহিত পলি পাখিমারা বিলে জমা হয়ে বিলকেও ধীরে ধীরে উচু করছে। এর

ফলে ৫ বছর মেয়াদী টি.আর.এম. কার্যক্রম সমাপ্ত হলে বিলটির অধিকাংশ জমি বছরে তিন ফসল চাষের উপযোগী হবে।

- বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় "পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (ওয়ামিপ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৩টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় ১২৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন/সেচ/শহর সংরক্ষণ স্কীমের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পানি সম্পদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটেছে।
- কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় "মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" বাস্তবায়নের ফলে ২০,৩৪৪ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় এসেছে। ফলে প্রায় ১৩,৭১১ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, উজানের মিঠা পানি ও ভাটির লোনা পানির মিশ্রন বন্ধ হওয়ায় উজানে অর্থাৎ, প্রকল্প এলাকায় মিঠা পানির সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং ভাটিতে লোনা পানি সর্বোচ্চ ব্যবহারপূর্বক লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে প্রকল্প এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

- "সুরমা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প" বাস্তবায়নের ফলে সিলেট জেলার কানাইঘাট ও সদর উপজেলায় সুরমা নদীর ডান তীরে আগাম বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যা হতে প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর জমির ফসল সুরক্ষা প্রদান সম্ভব হয়েছে এবং এর পাশাপাশি অতিরিক্ত ১০,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। এ ছাড়াও প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি ব্যাপক অবদান রাখছে।

- গোপালগঞ্জ জেলার সদর, কাশিয়ানি ও মুকসুদপুর উপজেলায় কুমার নদ, বলগ্রাম তেতুলিয়া খাল, তালতলা হাতিয়ারা খালসহ অন্যান্য খাল পুনঃ খননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদান এবং ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে আগাম বন্যা প্রতিরোধের জন্য পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে প্রায় ৬২২০৭ হেক্টর এলাকায় বন্যা মৌসুমে বন্যার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং এর প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকায় টি-আমন জাতের ধানের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ফলে প্রায় ৪৫৯৯৬ হেক্টর জমিতে সেচ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ ও উন্নীতকরণ এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে প্রায় ২১৩০০ হেক্টর এলাকা বন্যামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পোল্ডারিং এর মাধ্যমে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের ফলে ১৬০১৯ হেক্টর এলাকায় সেচ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

- ফেনী জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ এলাকা এবং ছাগলনাইয়া ও ফেণী সদর উপজেলার অংশ বিশেষ "মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প" এর আওতায় বাঁধ ও প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বন্যামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। নিষ্কাশন খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; নদী তীর ভাঙ্গনরোধ ও ঢেউয়ের কবল হতে বন্যা বাঁধ রক্ষাসহ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সেচ খাল/নালার সংস্কার এবং সেচ ইনলেট নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৩৫,৮০০ হেঃ আবাদী জমি উপকৃত হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে।

- ঢাকার পূর্বাঞ্চল-কে বন্যামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এর ফলে ঢাকার পূর্বাঞ্চল সম্পূর্ণ বন্যামুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশের উত্তর বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের (চট্টগ্রাম ও সিলেট) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে।

- প্রায় প্রতি বছরই দেশের উপকূলীয় এলাকা ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রতিরোধ, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পোল্ডারের বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্থতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য Costal Embankment Improvement Project (CEIP) বাস্তবায়ন করা হচেছ। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছাসের প্রকোপ মোকাবেলায় পোল্ডারভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন করার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

- নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জে ছোট ফেনী নদীর মোহনার কাছে প্রায় ১৭০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণ করে ক্লোজারের দেশকূলে নোয়াখালী, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত করা এবং

লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধের পাশাপাশি পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ড বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণর ফলে ঐ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে।

- ঢাকা শহরের উত্তরাংশে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গোড়ান-চাটবাড়ীতে ইতোমধ্যে ২টি পাম্প স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩য়টি নির্মাণাধীন রয়েছে।

- "দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নড়াইল ও যশোর জেলায় ৫৭০০০ হেক্টর এলাকায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং এর সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় ফরিদপুর রাজবাড়ী, মাগুরা ও গোপালগঞ্জ জেলায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে।

- দেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গান হতে জেলা, উপজেলা, পৌর, শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ রক্ষার্থে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মধ্যে নদীতীর সংরক্ষন কাজে স্বচ্ছ্বতা এবং গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ড রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশের মানচিত্রে সদ্য স্থান পাওয়া লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক পাটগ্রাম ছিটমহল এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় নদী তীর ভাঙ্গনরোধে বাপাউবো উদ্যোগী হয়ে ২টি প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাসমূহে নদী ভাঙ্গান রোধকল্পে ৪৬৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "সীমান্ত নদীতীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (ফেজ-২)" শীর্ষক গুচ্ছ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ১২টি জেলার (সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়) ২২টি উপজেলার ৭৮টি স্থানে ১৫টি সীমান্ত নদীর তীরে ৩৪.৬০৯ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

- "নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি জেলায় ৭৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর, মূল্যবান সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন স্থাপনা, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, কৃষি জমি ইত্যাদি বাংলাদেশের নদী বিধৌত অঞ্চলের ২৩টি বড় ও ছোট নদীর ভাঙ্গান হতে রক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২৩টি বড় ও ছোট নদীর ভাঙ্গান হতে প্রতি বছর ১০,০০০ হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ করে প্রকল্প এলাকাসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।

- বাংলাদেশের প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর প্রতিশ্রুত "ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ" প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ, নিষ্কাশন ও বন্দরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভৈরব বন্দরকে মেঘনা নদীর ভাঙ্গানের কবল থেকে রক্ষা ও বন্যামুক্তসহ নিষ্কাশন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এর ফলে ভৈরববাসীর দীর্ঘ দিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং জনগণ প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে।

- "সেকেন্ডারি টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন (ফেজ-২)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জামালপুর, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ শহরের বন্যা প্রতিরোধসহ নদীভাঙ্গন রোধ, পৌর এলাকার পানিতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, পরিবেশ অবক্ষয় রোধ, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বর্নিত ৯টি শহর রক্ষার্থে সর্বমোট ৪১.১১১ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে ৯ টি মাঝারী শহরে সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যামুক্ত ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করে শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

- উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা) লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ, জেগে ওঠা চরে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প (ফেজ ১, ২, ৩) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিডিএসপি-৩ এর ধারাবাহিকতায় "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৪" গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় ৩০,৭৭০ হেক্টর এলাকায় জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পভূক্ত ৬,৬০০ হেক্টর এলাকায় সরাসরি সুবিধা

এবং প্রকল্পের বাহিরে ৭৬,৬০০ হেক্টর এলাকায় প্রচ্ছন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমি পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে ১১,২৯৮ ভূমিহীন পরিবারকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব হয়েছে।

- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পসমূহ আধুনিকায়নের নিমিত্তে Irrigation Management Improvement Programme for Muhuri Irrigation Project (IMIP-MIP) এর আওতায় বর্তমানে মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে জি-কে (গঙ্গা-কপোতাক্ষ) ও তিস্তা সেচ প্রকল্প আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

- হাওর ও জলাভূমির সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা এবং হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে (ক) ৪২৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প'', (খ) ৫৮৭.২৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' ও (গ) ৯৯৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পত্রয় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় বিদ্যামান ডুবন্ত বাঁধসমূহের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ হাওর এলাকার নদ-নদীসমূহের ড্রেজিং এবং আভ্যন্তরীণ খালসমূহের পুনঃখননের কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি বছরে ঘটে যাওয়া আগাম বন্যায় হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশন সমস্যা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। বাপাউবো হাওর এলাকায় নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মেঘনা বেসিনের উজানে অবস্থিত সুরমা, কুশিয়ারা হতে শুরু করে ভাটিতে ভৈরব বাজারে মেঘনা নদী পর্যন্ত মনু, ধলাই, জুরি, খোয়াই, ভোগাই, কংস সহ আরো অনেক ছোট-বড় নদী ড্রেজিং/ পুনঃখননের কর্মপরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে। হাওর এলাকায় "কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)" প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো'র অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বাঁধের সকল রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃতদের সমন্বয়ে Project Implementation Committee (PIC) গঠন করে কাজের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সময় পরিক্রমায় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পিআইসি এর গঠন প্রক্রিয়া, কার্য প্রক্রিয়া অতি সম্প্রতি যুগোপযোগীকরণ করা হয়েছে।

- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে ২০১২-১৩ অর্থ-বছর হতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীসমূহের ৫৪টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ৫-দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০টি পয়েন্টে ১০-দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের ফলে সাম্প্রতিক বছরসমূহে সমন্বিতভাবে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে বন্যার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে দেশের যে কোন প্রান্ত হতে যে কোন মোবাইল অপারেটর হতে ১০৯০ তে ডায়াল করে নদ-নদীর পানি সমতল এবং বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কে জানা যাচ্ছে।

- সাম্প্রতিককালে অনুমোদিত ৩৪০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ৪ বছর মেয়াদী "Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Component:B)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চল তথা সমগ্র বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে হাওর এলাকায় ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

অর্থায়নঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০০৯-২০১৭ বছরসমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক, চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এর ফলে বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাপাউবো সীমিত ব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করে আসছে। এযাবত ১২৯টি প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ জারী হয়েছে, সর্বসাকুল্যে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৭৯.৭৩ কোটি টাকা। বাপাউবো'র সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং দূর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরী আপদকালীন কাজের ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা

হয়। প্রতি অর্থ-বছরেই চাহিদার প্রেক্ষিতে গড়ে প্রায় ১০% অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ পাওয়া যায়, যা সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুবই অপ্রতুল। সেক্ষেত্রে জনগুরুত্ব বিবেচনায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বকেয়া হিসেবে পরবর্তী অর্থ-বছরে ব্যয়ের শর্ত-সাপেক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে/ মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী/ মাননীয় স্থানীয় সাংসদ/ স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ডিও লেটারের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সুপারিশকৃত কম প্রাক্কলিত ব্যয়ের জনমুখী কাজসমূহ বাস্তবায়নের ব্যয়ও সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহ করা হয়। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারের বিগত সাড়ে আট বছরের শাসনামলে বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য তথ্য সমূহ নিম্নরূপ-

- দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের ফলে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুকূলে ৪৫২৭.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা ২০০৬-০৭ অর্থ-বছরে ৭০৬.৬৯ কোটি টাকা প্রাপ্ত বরাদ্দের ৬ গুণের অধিক এবং ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে ৮৭০.৫২ কোটি টাকা প্রাপ্ত বরাদ্দের ৫ গুণের অধিক।

- ২০০৬-০৭ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ খাতে এডিপির বাস্তবায়নের হার ছিল ৭৪.৩৮%। তবে ২০০৮-০৯ অর্থ-বছর হতে পানি সম্পদ খাতে অধিক জনগুরুত্ব সম্পন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ফলে সাম্প্রতিক বছরসমূহে ধারাবাহিকভাবে এডিপি বাস্তবায়ন হার নূন্যতম প্রায় ৯৫% করা সম্ভব হয়েছে। তবে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের শেষ প্রান্তিকে দেশ জুড়ে আগাম বর্ষা ও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় আগাম বন্যার ফলে কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ৯০.৩৪% এর অধিক এডিপি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

- দূর্যোগকালীন সময়ে জরুরী আপদকালীন কাজ বাস্তবায়নের জন্য দ্বিগুণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত পরিসরে ই-জিপি দরপত্র চালু করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে ৫০.০০ কোটি টাকা মূল্যমান পর্যন্ত ও ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে ১০০.০০ কোটি টাকা মূল্যমান পর্যন্ত সকল দরপত্র ই-জিপিতে আহবান করা হচ্ছে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচছতা নিশ্চিত হয়েছে।
- সমাপ্ত প্রকল্পগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪" এর আলোকে ২১৮২টি পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ১৪৬টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে।
- ১২টি প্রকল্পকে সেচ সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে।

- দেশের প্রায় ১১৮ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে সেচ সুবিধা প্রদানযোগ্য, বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য প্রায় ৬৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর (১৫.৯৯ লক্ষ হেক্টর সেচ সুবিধা প্রদানযোগ্য এলাকা) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রকল্প পূর্ব অবস্থার তুলনায় প্রায় ১০৬.১০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে ।

- বাপাউবো'র বাস্তবায়নাধীন প্রতিটি প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জোনে একটি করে ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে বাপাউবো'র ৯টি জোনের মধ্যে ৫টি জোনে ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে এবং বাকি ৪টি জোনে ল্যাবরেটরী স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে বাপাউবোর নদী তীর সংরক্ষণসহ সকল অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- বাপাউবো'র কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমাপ/ পরিমান গণনা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স প্রতিনিধির সার্বক্ষণিক সাইটে উপস্থিতিতে জিওব্যাগের মান নিয়ন্ত্রণ করে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে জিওব্যাগ ডাম্পিং করা হয়। সিসি ব্লক স্ট্যাকের পরে গণনা করে তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ ল্যাবরেটরীতে তার Strength পরীক্ষা করে কাঙ্খিত মান নিশ্চিত হয়ে স্পেসিফাইড সিসি ব্লক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। এর ফলে বাপাউবো'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও সর্বোৎকৃষ্ট গুণগত মান নিশ্চিত হয়েছে।

- বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদী/খাল খনন/পুনঃখনন/ড্রেজিং কাজের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ ও পোস্ট ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়।

- ই-নথি, বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদন, ইনোভেশন কার্যক্রম, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতি লাভ প্রভৃতি কর্মকান্ডের মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রয়েছে।

- অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের Need Based Setup সরকার অনুমোদন করতঃ প্রজ্ঞাপন জারী করায় বাপাউবো'র দীর্ঘদিনের জনবল সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ এবং পদায়ন সম্পন্ন হলে বাপাউবো'র কার্যক্রমে আরো বহুগুণে গতি সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা যায়।

জনকল্যাণে বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, নদী/খাল খনন/পুনঃখনন, নদী তীর প্রতিরক্ষা সহ বিবিধ অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। প্রতিটি প্রকল্পই একটি করে নির্মাণযজ্ঞ। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগের সৃষ্টি হয়, যা ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, সরকারের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি'র নির্ণায়ক অনুযায়ী বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহ দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্র তৈরিতে কৃষি উৎপাদন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে অবদান রাখছে। জনকল্যাণে বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে বাপাউবো সম্পাদিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নিম্নে কার্যক্রম ভিত্তিক অবদান উল্লেখ করা হলো।

বাঁধ নির্মাণ-

বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি জনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমিসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর, বন্দর, বাজার, লোকালয় এবং জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ বন্যা কবলিত হওয়ার আশংকার মধ্যে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনা লগ্ন থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ৮২৫টি প্রকল্পের আওতায় এযাবত সর্বমোট ১৫৬১৫ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করেছে। নির্মিত বাঁধসমূহের মধ্যে ৮৪২৯ কিঃমিঃ-ই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। এছাড়াও, উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাস, বন্যা ও লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধে ১৩৯টি পোল্ডারের মাধ্যমে ৪৭৫০ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় উৎপাদিত ফসলকে পাহাড়ী ঢল সৃষ্ট প্রাক-মৌসুম আগাম বন্যা হতে রক্ষাকল্পে বাপাউবো ৫২টি হাওরে ২৪৩৭ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করেছে। এসব বাঁধ ছাড়াও বাপাউবো কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী খননকৃত ৫৩৪৮ কিঃমিঃ সেচ খালের পাড়ে ৩৬১২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে খালের ডাইক নির্মিত হয়েছে। এসব বাঁধের পাশাপাশি প্রয়োজনমাফিক পানি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল নির্মিত বাঁধ জাতীয় এবং জন জীবনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবদান রাখার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাপাউবো'র নির্মিত বাঁধ কেবলমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং বিবিধ ক্ষেত্রে এর বহুমুখী উপযোগিতা রয়েছে। বাপাউবো নিজেই তার নির্মিত বাঁধের উপর ১০৮১ কিঃমিঃ পাকা ও কাচা সড়ক নির্মান করেছে। বাপাউবো'র সাথে স্থানীয় পর্যায়ে MoU স্বাক্ষর করে তার আলোকে ইতোমধ্যে অন্যান্য সরকারী সংস্থা যেমন- সওজ, এলজিইডি, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা প্রভৃতি বাপাউবোর নির্মিত বাধের উপর রাস্তা নির্মাণ করে আসছে। সাম্প্রতিক হিসাবমতে, বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪১৮৩ কিঃমিঃ এবং সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৬২৩ কিঃমিঃ। রাজধানী ঢাকার উত্তরে আবদুল্লাহপুর হতে গাবতলী হয়ে লালবাগ কেল্লার মোড় পর্যন্ত প্রায় ৩০.০০ কিঃমিঃ রাস্তা বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত বাঁধের উপর বাপাউবো তৈরি করে সওজ বিভাগকে হস্তান্তর করে। বন্দর নগরী চট্টগ্রামে পতেঙ্গার পথে বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ফ্লাডওয়াল সংলগ্ন ৬.০০ কিঃমিঃ রাস্তাও বাপাউবো নির্মাণ করে সওজকে হস্তান্তর করে। বর্তমানে এসকল রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে জনকল্যাণে ও দেশের অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখার কৃতিত্বে অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে বাপাউবো'র অবদানও অনস্বীকার্য। বাপাউবো রাস্তা নির্মাণ ছাড়াও ৫৬৫৩টি ব্রীজ ও কাভার্ট নির্মাণ করেছে। বাপাউবো'র নির্মিত যে সকল বাঁধের উপর রাস্তা নির্মিত হয়নি, তাও গ্রামীণ এলাকায় যাতায়তের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে বাপাউবো নির্মিত বাঁধ এবং তার উপর নির্মিত মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, পাকা, আধাপাকা, কাচা সড়ক, গ্রামীন সড়ক প্রভৃতি জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

বাপাউবো'র বাঁধের উপর বা বাঁধের বরোপিট সংলগ্ন জায়গায় বনায়ন বা বৃক্ষরোপণের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি সে সকল বৃক্ষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অনেক স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে বাপাউবো'র বাঁধের উপর নির্মিত স্থায়ী-অস্থায়ী দোকানপাট বা বাঁধের উপর বসা হাট-বাজার ঐ সকল এলাকায় ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বন্যা/জলোচ্ছাস কালীন সময়ে দূর্যোগ কবলিত মানুষের যখন ঠাই পাবার জন্য শক্ত ভিতের প্রয়োজন হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই বাপাউবো নির্মিত বাঁধই নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ভূমিকা পালন করে।

বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেবল বাঁধের অভ্যন্তরে বন্যার পানির প্রবেশকেই বাঁধা দেয় না, বরং বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দূর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করলে তা জন-জীবন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন-

বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। শিল্পায়নের ফলে কৃষি জমি প্রতিনিয়তই হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংকুলানের জন্য কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে বিধায় সরকারের নির্দেশনামাফিক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূমি পুনরুদ্ধারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাপাউবো বর্তমানে ৩ (তিন) উপায়ে ভূমি পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহন করছে যাচ্ছে। প্রথমত, ড্রেজিংকৃত মাটি জাগ্রত চরে ফেলে ভূমি পুনরুদ্ধার, দ্বিতীয়ত, চ্যানেলাইজেশনের মাধ্যমে বড় নদীসমূহের ব্যবস্থাপনা করে নদী তীরবর্তী ভূমি পুনরুদ্ধার এবং তৃতীয়ত, উপকূলে নদীর মোহনাতে মূল ভূ-খন্ড হতে জাগ্রত চরে ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। ইতোমধ্যে বাপাউবো কর্তৃক এযাবত ১০২০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বাপাউবো সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করে খননকৃত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ৪টি ক্রসবার নির্মাণের ফলে যমুনা নদীতে ১৬ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে ঐ পুনরুদ্ধারকৃত জমি সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্ক নির্মাণের জন্য বিবেচনাধীন আছে।
বাপাউবো সৃজন/পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি পুনরুদ্ধারকৃত জমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে তা বসবাস উপযোগী এবং কৃষি আবাদ উপযোগী করে তোলে। পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে খাল খনন, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রভৃতি সম্পাদন করে থাকে। বাপাউবো'র চর ও বসতি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩ পর্যায়ে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় ১৪,৯৭২ হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধারকরতঃ বসবাস উপযোগ করে ১৭,৫৩৩টি ভূমিহীন পরিবারকে (১,১৫,০০০ জন) স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। তাছাড়াও, কেরিং চর, হাতিয়ায় ৬৮৫০ হেক্টর পুনরুদ্ধারকৃত জমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি, নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জে ছোট ফেনী নদীর মোহনাতে মুছাপুর ক্লোজার এবং রেগুলেটর নির্মাণের ফলে ক্লোজারের দেশকুলের বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত হবার পাশাপাশি জাগ্রত চর/পুনরুদ্ধারকৃত ভুমি দেশের মূল ভূখন্ড বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। দেশব্যাপী নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদী তীরবর্তী ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় এখন চর জাগ্রত হচ্ছে। যমুনা নদীর উভয় পাড়েই এই ধরণের ঘটনা এখন প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। অতি সম্পতি, এডিবির ঋণ সহায়তাপুষ্ট "Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদী চ্যানেলাইজেশনের জন্য নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে ঢাকার নিকটবর্তী মানিকগঞ্জ জেলায় বিশাল চর জাগ্রত হয়েছে। আগামী বছরসমূহে চরটি স্থায়িত্ব পেলে তার উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি জিডিপি সংজ্ঞায়িত হয় দেশের ভৌগলিক আয়তনের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদন নিরূপণ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের অবকাঠামোগত কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড বৃদ্ধি করছে তথা মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্র ও মাত্রা বৃদ্ধি করছে। এভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যান্ডেটভুক্ত ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের জন্য কৃতিত্বের দাবী রাখে।

নদ-নদী পুনঃখনন-

নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবনাক্ততা নিরসন এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে দেশের নদ নদী সমূহের নাব্যতা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নদীসমূহ পুনঃখননের কোন বিকল্প নেই। এমতাবস্থায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নদী ড্রেজিং কার্যক্রমকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীতব্য/ গৃহীত নদী ভাঙ্গনরোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্বলিত প্রকল্পসমূহে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে নদী ড্রেজিং কার্যক্রম অর্ন্তভূক্তকরনের জন্য অনুশাসন পর্যন্ত দিয়েছেন। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় দেশের নদ -নদীসমূহে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা বৃদ্ধি করে বন্যার প্রকাপ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ড্রেজার, এক্সকাভেটর এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে বাপাউবো'র ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বিগত সাড়ে আট বছরের শাসনামলে বাপাউবো কর্তৃক সমগ্র দেশে ৮৯৬ কিমিঃ নদ-নদী পুনঃখনন (ড্রেজার ও এক্সকাভেটরের মাধ্যমে) করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ফলে যমুনা নদীর মূল প্রবাহ সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট সংলগ্ন ডান তীর হতে সরে এসে ড্রেজিংকৃত চ্যানেল প্রবাহিত করে সিরাজগঞ্জ

শহরকে ভাঙ্গনের ঝুকি হতে রক্ষা করছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা) এলাকায় লবনাক্ততা হ্রাসকল্পে গড়াই নদী ড্রেজিং করা হয়েছে। উক্ত ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরতঃ সেচ, পানীয় জল, নৌ-যোগাযোগ , লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর চতুপার্শে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং নদী গুলোর প্রশস্ততা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ~~টাঙ্গাইল হতে~~ ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে যমুনা নদীর পানির প্রবাহ আনার জন্য চ্যানেলের মধ্যবর্তী নদীসমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ সকল কর্মসূচীর পাশাপাশি ইতোমধ্যে যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় কপোতাক্ষ নদ, মেহেরপুরে ভৈরব নদী, নড়াইলে চিত্রা নদী, খুলনায় আঠারোবাকি নদী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বেমালিয়া, লংগন ও তিতাস নদী, কিশোরগঞ্জে কালনী ও ধলেশ্বরী নদী, গোপালগঞ্জে কুমার নদ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ীতে চন্দনা ও বারাশিয়া নদী প্রভৃতি নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে/বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল নদী পুনঃখনন কার্যক্রম নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বন্যার পানি ধারণ করে বন্যার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা, শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বজায় রাখা, নদী ভাঙ্গানের ঝুকি কমানো, সেচ, নৌযোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

বাপাউবো কর্তৃক পুনঃখননকৃত/ খননকৃত নদ-নদী এবং খালসমূহ জলাধারসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। বাপাউবো নদী খনন ছাড়াও এযাবত প্রায় ৪৪৮১ কিঃমিঃ খাল খনন (নিষ্কাশন খাল) করেছে। এর ফলে উক্ত এলাকসমূহে নৌপথসমূহ নৌপরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কৃষকের কৃষি পণ্য পরিবহনেও ব্যবহৃত হয় সেই নৌ পথ এবং মৎস্যজীবীদের মৎস্য পরিবহনেও ব্যবহৃত হচ্ছে সেই নৌ পথ।

বাপাউবো নদী/খাল পুনঃখনন করে খালের উৎস মুখে পানি এনে দেয়। সেই পানি দিয়েই বাপাউবোসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে কৃষি জমিতে সেচ দেয়। আবার, নদী /খাল জলাধারসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তা হতে ভূ-গর্ভস্থ পানির লেভেল বৃদ্ধি পায়। উক্ত ভূগর্ভস্থ পানি ডিপটিউব ওয়েল, টিউবওয়েল, পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলন করে সেচ এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাপাউবো'র যে সকল প্রকল্প হতে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়, সে সকল প্রকল্পের সেচ সার্ভিস চার্জ অন্যান্য সরকারী সংস্থা কর্তৃক আদায়কৃত সেচ সার্ভিস চার্জ অপেক্ষা অনেক কম এবং জনবান্ধব।

নদী তীর সংরক্ষণ-

দেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গন হতে জেলা, উপজেলা, পৌর, শহর বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক এ জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ রক্ষার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সূচনালগ্ন হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১০৯২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফরিদপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুষ্টিয়া, ভৈরব, চাঁদপুর, খুলনা, কুড়িগ্রাম, ভোলা, নরসিংদী, নওগা রাজবাড়ী, পটুয়াখালীসহ ২৩টি শহরকে নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত ৫৭টি নদীসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ভারত ও বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ করে থাকে। ভারতের সীমান্ত অংশে বেশিরভাগ জায়গায়ই নদী তীরে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ থাকায় বর্ষাকালে বাংলাদেশ অংশে বেশি ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে সীমান্ত নদীর ভাঙ্গনের কারণে বাংলাদেশের ভূমি হ্রাস পাচ্ছে ও ভারতের সীমান্তের পাশে চর জেগে উঠেছে; যা আর বাংলাদেশের ব্যবহারের উপযোগী থাকছেনা। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ভৌগলিক আয়তন সংরক্ষণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সম্পদকে সীমান্তবর্তী নদীসমূহের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাপাউবো ১৯৯৯ সাল হতেই সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ৩৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সীমান্ত নদীর ২৪.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে।

নদী ভাঙ্গনে মানুষ সর্বহারা হয়, দারিদ্রগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশের জন্ম থেকেই সরকার প্রণীত সকল পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, এমডিজি, এসডিজি প্রভৃতির মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা হলো দারিদ্র দূরীকরণ। বাপাউবো নদী সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী তীরের মানুষকে পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি হারা হওয়া তথা অতি দারিদ্রের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করে আসছে। বিগত বছরসমূহে এমডিজি, সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দারিদ্রতা দূরীকরণে বাংলাদেশের সাফল্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যথেষ্টই অবদান রয়েছে।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট:

বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষত: লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা ও উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ এং এ সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করাসহ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ক) হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর:

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিবরণ	বাস্তবায়নকাল
১.	পদ্মা নদীর উপর নির্মিতব্য পদ্মা ব্রিজ মডেল ষ্টাডির কাজ সম্পাদন।	২০০৯-১০ অর্থ বছর।
২.	ড. ওয়াজেদ মিঞা রোডওয়ে ব্রিজ এলাকার গাণিতিক মডেল ষ্ট্যাডির কাজ সম্পাদন।	জানুয়ারি/২০১২ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
৩.	গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিতব্য গঙ্গা ব্যারেজ মডেল ষ্টাডির কাজ সম্পাদন।	২০০৯-১৪ইং জানুয়ারি/২০১৪ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
৪.	"Research on the Effect of Bandalling on River Flow & Morphology." প্রকল্প সম্পাদন।	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর।
৫.	বাংলাদেশের নদী ভাঙ্গন রক্ষার্থে জিওব্যাগের কার্যকারিতা নির্ণয়ে ভৌত মডেল স্ট্যাডি।	২০০৯-১০ অর্থ বছর।
৬.	হবিগঞ্জ জেলার কালনী নদীর ওপর রোডওয়ে সেতুর গাণিতিক মডেল ষ্ট্যাডি	এপ্রিল/২০১৪ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
৭.	ক) পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া রোডের ১৪ কিঃমিঃ এ লোহালিয়া নদীর ওপর বগা সেতু হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্ট্যাডির কাজ। খ) সুনামগঞ্জ রোড বিভাগাধীন পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি রোডের হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্ট্যাডির কাজ সম্পাদন ।	ক) এপ্রিল/২০১৪ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান। এবং খ) জানুয়ারি/২০১৫ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
৮.	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগের অধীন মনু নদীর ওপর প্রস্তাবিত রাজাপুর ব্রিজ নির্মাণের হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি সম্পাদনপূর্বক ক্লায়েন্ট বরাবর খসড়া ফাইনাল রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০১৫খ্রিঃ দাখিল করা হয়েছে।	মার্চ/২০১৬ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
৯.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক "নদী তীর রক্ষার্থে ব্যবহৃত স্ট্রাকচার সমূহ সাশ্রয়ী এবং টেকসই করার লক্ষ্যে লাঞ্চিং ম্যাটেরিয়াল এর কার্যকারিতা পরীক্ষা (Investigation on launching materials characteristics to find out the cost effective and sustainable solution of river bank protection)" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।	জুন, ২০১৬ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
১০.	পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন বরিশাল-লক্ষীপাশা-দুমকী রোডের ২৮ কিঃমিঃ এ পান্দব-পায়রা নদীর ওপর নালুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মানের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্ট্যাডির কাজ	মার্চ, ২০১৫খ্রিঃ চূড়ান্ত রিপোর্ট ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
১১.	সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সাচনা গোলকপুর সড়কের নতুন এলাইনমেন্ট নির্ধারনের জন্য Topographical, Hydrological & Morphology - শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ	কাজটি গত অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৭এ ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। অতি শিঘ্রই ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হবে।
১২.	কুড়িগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট-মাদারগঞ্জ-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী সড়কের ওপর দুধকুমার নদীর উপর সোনাহাট ব্রীজ এর Hydrological & Morphology স্ট্যাডির কাজ।	এপ্রিল, ২০১৭এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
১৩.	দিনাজপুর সড়ক বিভাগের আওতায় পুনর্ভবা নদীর উপর প্রস্তাবিত কাহারোল	গত জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ চূড়ান্ত রিপোর্ট

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিবরণ	বাস্তবায়নকাল
	ব্রিজের হাইড্রলোজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্ট্যাডি সম্পাদনের নিমিত্তে "Hydrological & Morphological study for the proposed Kaharol Bridge over the Punarvaba river at 11th km of Birgonj Kaharol Road (z-5007) under Dinajpur Road Division"- শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ	ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
১৪.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এল.জি.ই.ডি), কিশোরগঞ্জ জেলার আওতায় "Hydrological and Morphological Study to Support Planning and for the Improvement of Nikli–Soharmul-Karimganj Road under Rural Infrastructures Development Project of Kishorgonj District under Local Government Engineering Department"- শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ	জুন, ২০১৭ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
১৫.	পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন পায়রা নদীর উপর প্রসঙ্গাবিত পায়রা ব্রীজ protection এর জন্য "Physical Model Investigation for the Protection of Paira Bridge over the Paira River under Patuakhali District"- শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ।	জুন, ২০১৭ এ ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান।
১৬.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক(প্রশাসন) কর্তৃক নদী ও জীবনের সন্ধানে গবেষণায় সহযোগিতাসহ চাহিদামতে যৌথ গবেষণার জন্য নগই এর দুজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে উক্ত কাজে ন্যাস্ত করা হয়েছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক "HYDRO-MORPHOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STUDY OF THE KARNAPHULI RIVER" শীর্ষক গবেষণা কাজ ।	বিগত অর্থ বছরে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ামত্ম রিপোর্ট শীঘ্রই পেশ করা হবে।

(খ) জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

নগই এর জন্মলগ্ন হতে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মৃত্তিকা বলবিধি বিভাগ, উপকরণ পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের নিমিত্তে নির্মিত বিভিন্ন হাইড্রলিক স্ট্রাকচার, যেমন ব্রিজ, ব্যারেজ, কালভাট ইত্যাদি ডিজাইন কাজের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে সেবা প্রদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১. নদী মাতৃক এই বাংলাদেশে নদী দূষণ একটি মারাত্মক মানব সৃষ্ট বিপর্যয়। বিশেষভাবে বাংলাদেশের অন্যতম জনবহুল শহর ঢাকাকে কেন্দ্র করে বেষ্টিত নদী সমূহ এই বিপর্যয়ের বড় শিকার। নদী দূষণের মাত্রা ও প্রতিকার নির্নয়ের লক্ষ্যে ঢাকা ও এর আশে-পাশে ৬টি নদীকে অন্তর্ভূক্ত করে "Assessment of River pollution around Dhaka and find out the ways to alleviate pollution" শিরোনাম ২০১৪-২০১৬ অর্থ বছরে দুই বছর মেয়াদী একটি গবেষণা কার্যক্রম নগই কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণা কাজে সমন্বিত ভাবে ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে বিবেচনায় এনে নদী দূষণের সমাধানের পথ অনুসরণ করা হয়। গবেষণা লব্ধ ফলাফল রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। গণ্যমান্য ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এই গবেষণা কাজের উপর দুইটি সেমিনার নগইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বিদেশে গবেষণা লব্ধ "Technological Advancement for Sustainable Agriculture and Rural Development (TASARD-India, 2017)" শীর্ষক একটি International Conference এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের "জীবনের জন্য নদী" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীনে ২ বছর মেয়াদী (২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর) কর্ণফুলী নদীর হইড্রো-মরফোলজি ও পরিবেশগত গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়েছে। যার চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশনা প্রক্রিয়াধীন আছে।

জানুয়ারি-জুন/০৯ হইতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যমত্ম জিঃ আরঃ পরিদপ্তরের মৃত্তিকা, উপকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং পলল ও রসায়ন বিভাগের গৃহীত ও পরীক্ষিত নমুনা সংখ্যা নিমণরূপঃ

সময়	মৃত্তিকা বিভাগ	উপকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	পলল ও রসায়ন বিভাগ
জানুয়ারি-জুন/০৯	৪৮০৫	৩৪৫	১০১
২০০৯-১০	৩৬৭৭	৯০৭	২৫০৫
২০১০-১১	৫১৫৮	৯৮০	৫১৫
২০১১-১২	৩৬৩৫	৭৮২	৪৭৯

২০১২-১৩	৫৩০০	২৮৪	৬১৩
২০১৩-১৪	৪২৪৩	৩৭২	৫১০
২০১৪-১৫	২৪২৩	১৮৭	৫৭৫
২০১৫-১৬	৪৫৭১	১৫৩	৩৬০
২০১৬-১৭	১৪৩৬	১০৯	৫৪৪
মোট	৩৫২৪৮	৪১১৯	৬২০২
সর্বমোট= ৪৫৫৬৯			

যৌথ নদী কমিশন:

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুত:পক্ষে ৩টি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকাভুক্ত। এ ৩টি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুন দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্ত:সীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বন্টন ও ব্যবস্থাপনার ওপর।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বন্টনের লক্ষ্যে ৩০ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি-৩১ মে) পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ পানি দু'দেশ বন্টন করছে।

বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ভারতের সাথে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে যা স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্তবর্তী এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ যৌথ নদী কমিশন ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সফল আলোচনার প্রেক্ষিতে ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে অদ্যাবধি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান আছে। ফলে সীমান্ত এলাকার মূল্যবান ভূখন্ড, বিওপি, গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ভারত, চীন ও নেপালের সাথে বিদ্যমান সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর উজানের স্টেশন হতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পেয়ে আসছে। এ সকল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অদ্যাবদি দেশের মধ্যাঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘন্টার আগাম বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর অভিন্ন এলাকায় প্রায় ২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য জুড়ে ইছামতি নদীর ড্রেজিং কাজ ২০১০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয় এবং জুন, ২০১১ মাসে সমাপ্ত হয়। এর ফলে ঐ এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নদী ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা (ওয়ারপো):

সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নের একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্লান অর্গানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরি। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্ল্যাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অর্গানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়াপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণয়ন

- **কাজের সারাংশ:** পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ০২ মে,২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে, যা ৩০ জুন ২০১৩ সারাদেশে বলবৎ করা হয়েছে।
- **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**
  উক্ত আইনের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো হলো:
  i. সুরক্ষা আদেশ।
  ii. অপসারণ আদেশ।
  iii. প্রতিপালন আদেশ।
  iv. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান।
- **আর্থিক সংশিষ্টতা:** উক্ত আইন বাস্তবায়নের ফলে পানি সম্পদের টেকসই এবং দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং প্রকল্পের আর্থিক সাশ্রয় হবে।
- **জনকল্যাণে ভূমিকা:** উক্ত আইন বাস্তবায়ন হলে সমন্বিত পানি সম্পদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, পানি সম্পদের উপর সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে এবং জনগণের সুপেয় পানির অধিকার নিশ্চিত হবে।
- **আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান (যদি থাকে):** উক্ত আইন বাস্তবায়নের ফলে জনগণের সুপেয় পানির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান রাখবে।
- **কাজ সংশিষ্ট আলোকচিত্র (যদি থাকে):** প্রযোজ্য নয়।
- **অন্যান্য বিষয়সমূহ:** প্রযোজ্য নয়।

২. জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এবং সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (ICRD) স্থাপন

- **কাজের সারাংশ:** জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ তথ্যভান্ডার (NWRD)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (ICRD)' সম্পৃক্ত করা হয়। ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত বিষয়ে NWRD এবং ICRD-তে ১১০২ (এক হাজার একশত দুই) টি উপাত্ত ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**
  i. 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD)' এবং 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (ICRD)' এ যথাক্রমে ৫৪৩টি ও ৫৫৯টি ডিজিটাল ডাটা লেয়ার (মেটা- ডাটাসহ) স্থাপন করা হয়েছে।
  ii. সর্বসাধারণের সহজে তথ্য প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে লাইব্রেরী ব্যবহার টুলস (Library Information System) উন্নতকরণ করা হয়েছে ও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।
- **আর্থিক সংশিষ্টতা:** উক্ত Database এর সঠিক তথ্য- উপাত্ত ব্যবহারের ফলে প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে।
- **জনকল্যাণে ভূমিকা:** NWRD ও ICRD প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশে পানি খাতের উপর একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ তাদের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে NWRD ও ICRD এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে।
- **আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান (যদি থাকে):** সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের কারণে সমীক্ষা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং অধ্যয়ন আরো বেশি বাস্তবধর্মী হবে যা আর্থ-সামাজিক সূচক উন্নয়নে অবদান রাখবে।
- **কাজ সংশিষ্ট আলোকচিত্র (যদি থাকে):** প্রযোজ্য নয়।

- অন্যান্য বিষয়সমূহ: প্রযোজ্য নয়।

৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে ছাড়পত্র প্রদান

- কাজের সারাংশ: ওয়ারপোতে স্থাপিত ক্লিয়ারিং হাউজিং এর আওতায় পানি সম্পদ খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান।
- কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জাতীয় পানি নীতি ও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে ওয়ারপো "ক্লিয়ারিং হাউজ" হিসাবে ২৩৭টি পানি সম্পদ সংশিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনান্তে কারিগরী মতামত ও ছাড়পত্র প্রদান করেছে।
- আর্থিক সংশিষ্টতা: প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদানের ফলে পানি সম্পদ খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের উপর সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে এবং প্রকল্পের যথার্থ বাস্তবায়নের ফলে সরকারের ব্যয় হ্রাস পাবে।
- জনকল্যাণে ভূমিকা: প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশের উপর প্রভাব নিরুপনসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। যার ফলে জনগণ উপকৃত হচ্ছে।
- আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান (যদি থাকে): পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের কারিগরী দিক বিশ্লেষণসহ পরিবেশের উপর প্রভাব নিরুপন বিষয়টি অন্তর্ভূক্তি রয়েছে। যার কারণে যৌক্তিকভাবে প্রকল্প গ্রহণের ফলে আর্থ-সামাজিক সূচক উন্নয়নে অবদান রাখবে।
- কাজ সংশিষ্ট আলোকচিত্র (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।
- অন্যান্য বিষয়সমূহ: প্রযোজ্য নয়।

৪. উন্নয়ন এবং গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন

ক. "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন

- কাজের সারাংশ: বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
- কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা। উক্ত প্রকল্পের অধীনে নিম্ন বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে :

i. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৭ এর চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন।।
ii. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন প্রণয়ন।
iii. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্কের (খসড়া) প্রণয়ন।
iv. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন।
v. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন।
vi. ইউনিয়ন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন।

- আর্থিক সংশিষ্টতা: উক্ত প্রকল্পের ব্যয় ৩.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পটির আওতায় বিধি বাস্তবায়নের ফলে পানি সম্পদের উপর সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে এবং সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে।
- জনকল্যাণে ভূমিকা: প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পানি খাতের উপর একটি সুশৃঙ্খল আইনি কাঠামো তৈরি হবে এবং জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।
- আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান (যদি থাকে): উক্ত আইন বাস্তবায়নের ফলে জনগণের সুপেয় পানির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান রাখবে।
- কাজ সংশিষ্ট আলোকচিত্র (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।
- অন্যান্য বিষয়সমূহ: প্রযোজ্য নয়।

খ. "Scenario development in integrated Water Resources Management: Coping with future challenges in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন:

- কাজের সারাংশ: সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ভবিষ্যৎ দৃশ্যপট বিবেচনায় সমীক্ষা ও গবেষণা।
- কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পানি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সঠিকভাবে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে "Scenario development in integrated Water Resources Management : Coping with future challenges in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত ছিল।
- আর্থিক সংশিষ্টতা: এ কাজের আওতায় ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ফলে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আর্থিক সাশ্রয় হবে।

- **জনকল্যাণে ভূমিকা:** উক্ত প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা ও গবেষণা ফলে পানি সম্পদ খাতে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাকে চিহ্নিত করে অভিযোজনমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দিকসমূহ উন্মোচিত হয়েছে এবং এর ফলে জনগণ লব্ধ জ্ঞান থেকে উপকৃত হচ্ছে।
- **আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান (যদি থাকে):** উক্ত প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা ও গবেষণার ফলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভিযোজনমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দিকসমূহ উন্মোচিত হওয়ায় ভবিষ্যতের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে এবং আর্থ-সামাজিক সূচক উন্নয়নে অবদান রাখবে।
- **কাজ সংশিষ্ট আলোকচিত্র (যদি থাকে):** প্রযোজ্য নয়।
- **অন্যান্য বিষয়সমূহ:** প্রযোজ্য নয়।

গ. **"ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন**

- **কাজের সারাংশ:** "ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন।
- **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** প্রকল্পের বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সামাজিক, পরিবেশ, অর্থনৈতিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ অন্তর্ভূক্ত করা আছে। অপরদিকে বিশদ কারিগরী নকশা প্রণয়নের অর্ন্তভূক্ত রয়েছে সড়ক ও রেলপথ সম্বলিত ব্যারাজের নকশা, হেড রেগুলেটরের নকশা, সিল্ট ট্র্যাপের নকশা, নেভিগেশন লকের নকশা, প্রধান সেচ ও নিষ্কাশন খাল সমূহের নকশা এবং পানি, বিদ্যৎ অবকাঠামো সমূহের প্রয়োজনীয় নকশা প্রনয়ণসহ ব্যারাজ পরিচালনা নির্দেশিকা তৈরী অর্ন্তভুক্ত আছে।
- **আর্থিক সংশিষ্টতা:** প্রকল্প ব্যয় ১১০.২২ কোটি টাকা।
- **জনকল্যাণে ভূমিকা:** "ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিম্ন বর্ণিত সুবিধাগুলো অর্জিত হবে :

i. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তর- মধ্যম অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে। এ অঞ্চলের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-চলাচলের উপযোগিতা আনয়ন, পানি দূষণ হ্রাস করা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বহুবিদ উপকারসহ গ্রামীণ জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ii. এ ব্যারাজ নির্মাণ করা হলে সামগ্রিকভাবে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির প্রাপ্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ এবং এ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

- **আর্থ-সামাজিক সূচকে অবদান (যদি থাকে):** উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি প্রবাহ নিশ্চিত হবার ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- **কাজ সংশিষ্ট আলোকচিত্র (যদি থাকে):** প্রযোজ্য নয়।
- **অন্যান্য বিষয়সমূহ:** প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড:

দেশের হাওর অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের উদ্দেশ্য ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ''বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড'' গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একামত্ম ইচ্ছায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে একটি রিজুলিউশনের মাধ্যমে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'' পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গত ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর ঘোষণার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত ২৪শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করে । প্রজ্ঞাপনটি ২৫ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

২০০৯-২০১৭ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিমণবর্ণিত ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছেঃ-

১। হাওর এলাকায় মাস্টারপ্লান ও ডাটাবেস সমৃদ্ধকরন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওর বিসত্মৃত ৭টি জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনগণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''Preparation of Master Plan & Database for Haor & Wetlands'' শীর্ষক প্রকল্পি জানুয়ারী ২০১০-ডিসেম্বর ২০১১ বাসত্মবায়িত হয়। প্রকল্প ব্যয় ৭৩৯.৪৮ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি ২০ বৎসর মেয়াদী (২০১২-২০৩২) একটি মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যা বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২। বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্পঃ

'বর্ণি বাঁওড়' গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। এটি মধুমতি নদীর একটি পরিত্যাক্ত/মৃত বাহু যার দৈর্ঘ্য ৯.০৫ কিমি.। দীর্ঘদিন ধরে এ বাঁওড়ের তলদেশে পঙ্কিল কাদা ও বালুমাটি জমে এর গভীরতা কমে নাব্যতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফলে অনেক মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষায় এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । তাছাড়া পাশ্ববর্তী কৃষি জমিতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা এবং জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন'' প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১২ সালে শুরু হয়ে জুন ২০১৪ সালে শেষ হয়। প্রকল্প ব্যয় ৬৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা এবং অপসারিত মাটির পরিমাণ ৩২.০০ লক্ষ ঘনমিটার।

৩। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরন,জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৪। Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত তিনটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে:-

১। Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১৫-ডিসেম্বর, ২০১৮। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৫%।

২। Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution. এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈয়ার করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিরূপন করা হবে

এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৭। জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫০%।

৩। Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৮। জুন ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫%।

<u>হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:</u>

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর মহাপরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরের ক্ষেত্রে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাসত্মবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বাস্তবায়নকাল ২০১২-২০৩২, ২০ বৎসর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪,৩০৫ লক্ষ টাকা। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ১৪টি সংস্থা নিম্নোক্ত ২৭টি প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন করছে।

হাওর মহাপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চলমান প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যাবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭.৭২।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত ১৪.৫০%
২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০৪০৭.৩৬।	৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মানের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে।	ভৌত ১৭.৯০% প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০২ বৎসর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮১৭৩.২৫।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৮৬.৮০% আর্থিক ৮৫.৫৮%
৪। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাসত্মবায়নকাল: ২০১১-২০১৭,প্রাক্কলিতব্যয়: ১৩২৫২.৫৭।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৫৩.২৩% আর্থিক ৫২.১০%
৫। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : ইটনা-বড়ইবাড়ী- চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প. বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৮৬৬.৯৭।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইটনা উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৭১.০০% আর্থিক ৭০.৫৮%
৬। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বাসত্মবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪।	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে আন্ত:সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৫০.১৯% আর্থিক ৪৫.৬২%
৭। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম: মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মান এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৪০১.৪৬।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুইটি নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত ৬৩.৮৫% আর্থিক ৬২.২৯%
৮। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৪৪৩.০০।	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মোট ৩টি মৎস্য অবতরনকেন্দ্র স্থাপন।	ভৌত ৩০%
০৯। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়নকাল:	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাসত্মা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন,	ভৌত ৭৫% আর্থিক ৬৬.২৭%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
২০১২-২০১৯,প্রাক্কলিতব্যয়: ১০৭৬৩২.০০।	ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদি।	
১০। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০২২ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৮০০০.৬৪	বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১২১ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ১৩৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৭৮০ মি. ব্রীজ, ৮৬০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ৩২০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	ভৌত ১৭.০০% আর্থিক ১৫.৪৬ %
১১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল :২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৮০৫.৯০।	১৪৩৭৫ হে. জমি সেচের আওতায় আসবে। সেচ কাজের জন্য খাল খনন, পাম্প স্থাপন, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে।	ভৌত ৬১% আর্থিক ৫৩.৩৮%
১২। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৫- ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪।	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি দ্বারা ৫৬৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করে ১,৭০,৮৩৫ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।	ভৌত ৩২%
১৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা Āূদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: ৮০০.০০।	১০০০মি. ডুবন্ত বাধসহ রাস্তা নির্মাণ করে আগাম পাহাড়ী ঢল থেকে ৮০০ হেক্টর বোরো ফসল রক্ষা করা এবং ৬০০ মি: নদী তীর রক্ষার কাজ	ভৌত ৭০% আর্থিক ৬০%
১৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : Establishment of Charcoal Industry.	জ্বালানী সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পদ্ধতিতে জ্বালানী কারখানা গড়ে তোলা।	রাজস্ব খাতে বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে
১৫। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : Establishment of Boat Manufacturing Industry .	স্বল্প খরচে বিভিন্ন প্রকার নৌকা তৈরী কারখানা স্থাপন।	রাজস্বখাতে বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৬। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে দায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন। বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৬- জুন, ২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: ১.০০ কোটি টাকা।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন	ভৌত: ১০% আর্থিক: ১৩% বরাদ্দের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।
১৭। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্পের নাম: বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান শাক সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫০০.০০ বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩- ডিসেম্বর,২০১৭।	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি জলাবদ্ধ এলাকায় সম্প্রসারণ করা। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণে, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতার কারণে পানিতে ভাসমান কচুরিপানাকে ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা।	ভৌত: ৮১% আর্থিক: ৮২%
১৮। যৌথ নদী কমিশন প্রকল্পের নাম : Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project বাস্তবায়নকাল: ২০১২-২০১৮	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা কার্যক্রম।	যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৯। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রকল্পের নাম : জামালগঞ্জ উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১৭-২০২২ সালের অপারেশন প্লানের অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৫০ লক্ষ টাকা।		
২০। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রকল্পের নাম : শালমা উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬৫০ লক্ষ টাকা।	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	টেন্ডার শেষ হয়েছে। কাজ শুরুর অনুমতি পাওয়া গেছে।
২০। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : Construction of Surma Bridge at Chatak.	Surma Bridge	জমি অধিগ্রহণ কাজ ডিসি অফিসে ও দরপত্র অনুমোদনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
২১। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকল্পের নাম : দিরাই-শাল্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭খ্রি: প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৯৯০ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার সাথে শাল্লা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	ভৌত: ৭৬% আর্থিক: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
২২। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য পোষ্ট ই-সেন্টার বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১২- জুন ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৯৪ লক্ষ	পোষ্ট ই-সেন্টার	১০০%
২৩। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ প্রকল্পের নাম : উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯০৬২	ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন	৭২%
২৪। বাপেক্স প্রকল্পের নাম : 3D Sysmic Survey Project of BAPEX বাস্তবায়নকাল: ২০১৩- ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৭০০ লক্ষ টাকা।	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় 3D সিসমিক সার্ভে	৭০%
২৫। বি আই ডব্লিউটিএ অভ্যন্তরীন নৌ-পথের ৫৩ টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় : ২৪টি নৌপথ)	নদী খনন এবং নেভিগেশন	৩৫%
২৬। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রকল্পের নাম : সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: মার্চ-২০১৫-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৪.৬১ টাকা	শস্য নিবিরতা, শস্য উৎপাদন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ভিত্তিক পরিচর্যা, বাজার তথ্য, পুষ্টি প্রবাহ বজায় ও দারিদ্র দূরীকরণ।	৪০%
২৭। খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রকল্পের নাম : Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প।বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৮, প্রকল্প ব্যয়:	খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ।	৩৬%

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা জনগনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের Dynamic Website এর মাধ্যমে জনগনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান, প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তর প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর অঞ্চলের জন্য ডাটাবেস প্রণয়ন সংক্রামত্ম উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। উহা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। দেশের সমগ্র জলাভূমির তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৬ ও ২০১৭ উদযাপন

এ অধিদপ্তর ২০১৬ সালে প্রথম বিশ্ব জলাভূমি দিবস পালন শুরম্ন করে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার লিপলেট বিতরণ ও সভার আয়োজন করে । এ বৎসর ব্র্যাক বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বৃহত্তর পরিসরে ''বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৭'' উৎযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকায় ৩দিন ব্যাপী হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা, যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যবসা বানিজ্য, উৎপাদিত ফসলাদি, গ্রাম প্রকৃতির বিভিন্ন ধরণের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া এ উপলক্ষে ব্যানার, ফেষ্টুন, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার এবং ভিডিও ডকুমেন্টরী প্রদর্শন করা হয়েছে।

(হোসনেআরা আক্তার)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৭০১
ই-মেইল: admin2@mowr.gov.bd